নিশিমৃগয়া

দীনেন গুপ্তের ছবি

সঞ্চয়িতা প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি

নিশিমৃগয়া

চিত্রগ্রহন ও পরিচালনা : **দীনেন গুপ্ত**

সংগীত পরিচালনা **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

কাহিনী : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, চিত্রনাট্য কুনাল মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা রমেন ঘোষ, শিল্পনির্দেশনা : সব চট্টোপাধ্যায় গীত রচনা : পলক বন্দোপাধ্যায় শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী, ফাইট কম্পোজার ; তাপস দত্ত, ব্যবস্থাপনা : সুধীর রায় রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়, শব্দপুনর্যোজনা ও সংগীত গ্রহণ : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় স্থিরচিত্র : স্টুডিও সাপ্লাই, প্রধান সহকারী পরিচালক : সুজিত গুহ, প্রচার অঙ্কন : আগস্টড্ অপর্ণা সেনের কেশ সজ্জা : রিতা রানা, স্টুডিও ব্যবস্থাপনা : চন্দ্রশেখর ঝাঁ স্টুডিও প্রোজেকসন অপারেটর ; গৌর দে, কোষাধ্যক্ষ : বিশ্বনাথ মহাপাত্র, পরিবেশনা সচিব : অমর বসু, কোষাধ্যক্ষ : বাবুল দাস, প্রচার ও জন-সংযোগ শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনা : তপন চট্টোপাধ্যায়, বাবলা মণ্ডল, চিত্রগ্রহণ : কান্তি তিওয়ারী গোপিনাথ রায়, অনিল ঘোষ, নিশা মনি। সম্পাদনা : উজ্জ্বল নন্দী, স্বপন চৌধুরী। সংগীত : ভি, বালসরা, সমরেশ রায়, অজিত চ্যাটার্জী পরিমল সেন। শিল্প নির্দেশনা : অনিল পাইন, লক্ষণ নায়ক। পটশিল্পী : নব কয়াল, সাজ সজ্জা : বরেন দাস, সরযু লাল। পরিস্ফুটন : পঞ্চানন সরকার, চণ্ডীচরণ শীল, বাবলু বক্সী, অনিল মহান্ত, রঞ্জিত গাঙ্গুলী আলোক সজ্জা : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ, দেবেন দাস, মণ্ডরা, নারায়ণ চক্রবর্তী, তপন দাস, ধনেশ্বর, শ্যামল।

শব্দগ্রহণ : সিদ্ধি নাগ, বহিদৃশ্য শব্দ গ্রহণ : প্রবীর মিত্র।

শব্দপুনর্যোজন : গোপাল ঘোষ।

রূপসজ্জা : পাঁচু দাস।

অন্তদৃশ্যগ্রহণ : ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ; বহিদৃশ্য গ্রহণ : গ্যাংটক, ক্যালিম্পং কলিকাতা গৌরী মুখোপাধ্যায় ও অজিত রায়ের তত্বাবধানে ইউনাটেড সনে ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত।

শব্দ পুনর্যোজনা ও সংগীত গ্রহন : ইণ্ডিয়া ফিল্মল্যাবরেটরীজে গৃহীত।

কাহিনী

রূপসী হেনা চৌধুরী হাস্যে-লাস্যে ভরিয়ে দেয় সবাইকে। যেখানেই সমস্যা —যেখানেই আশঙ্কা—সেখানেই হেনা চৌধুরী। সবকিছু মিলিয়ে যায় তার অসাধারণ বুদ্ধিবলে। তাই বুঝি স্মাগলার গঞ্জালিস তাকে বেশী বিশ্বাস করে। সবচেয়ে বিপদের কাজের দায়িত্ব আসে হেনার উপরে।

গ্যাংটক-কালিম্পং এলাকার অবৈধ ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় তরুণ পুলিশ অফিসার মানস রায়। হেনা কিন্তু তাকে ভয় করেনা—সে যে তার অতি আপন। কারণ ও অঞ্চলের পুলিশ মহলে হেনার পরিচয়—শ্রীমতী মানস রায় রূপে। বিচিত্র সে কাহিনী—চেক পোষ্টের কড়া পাহাড়া অতিক্রম করে মানসের পাশে বসেই বেআইনী সোনার বাক্স নিয়ে অবাধে চলে যায় হেনা চৌধুরী। গঞ্জালিসের খাতায় তার পরিচয় তিন নম্বর।

......................কিন্তু ক্রমেই চাপ আসে। গঞ্জালিস আরও চায় আরও কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়। হেনা ক্লান্ত হয়ে পরে—প্রতিটি দিন প্রতিটি মূহুর্তে তাকে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়........। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও ভবিষ্যতের স্বপ্ন রাঙা দিনগুলির কথা তাকে ভরসা যোগাত। অথচ বাঁচার কোনও পথ সে পায়নি। সংসারের হাসি আনন্দ দূরে সরিয়ে তাকে বাধ্য হয়েই অসামাজিক দলে নাম লেখাতে হয়েছে।

** স্মাগলারদের কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে। পুলিশও তৎপর।

অবশেষে ধরা পড়ে যায় হেনা মানসের কাছে আদর্শবাদী মানস ক্ষনিকের জনা শক্ত হয়—কিন্তু একটা অদৃশ্য দুর্বলতা বুঝি তাকে আচ্ছন্ন করেফেলে। হেনার কাছে জানতে চায় তার অতীত কাহিনী.... । মানস স্থির করে, হেনাকে সে রক্ষা করবে। পংকিল থেকে সে তাকে নিয়ে যাবে নবীন সূর্যালোকে।

* * একদিন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মানসের হাতে বন্দী হয় গঞ্জালিসের প্রধান সহকারী শের সিং। সর্দার ভাবে—এ নিশ্চয়ই হেনার বিশ্বাস ঘাতকতা। তাকে এজন্য শাস্তি পেতে হবে.... । কঠোর শাস্তি.... দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ছুটে আসে গঞ্জালিস মানসের কোয়ার্টারে। হেনা আর মানস তখন একান্তভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ।............

উত্তেজিত গঞ্জালিস আরও কঠোর হয়ে ওঠে।

গান

(১)

আমায় কেন মালা দিলে
ভাগ্যে আমার কিছু সয়না
কাঁটায় শুধু ফুটে থাকে
ফুলতো আমার গলে রয়না

স্বপ্ন এ চোখে শুধু স্বপ্ন
কল্পনা কেবলই কল্পনা
আমায় দেখতে নেই খোলা জানালার ধারে
জোছনার এঁকে রাখা আল্পনা।
এই মনের সুখের নদী অন্য সবার মত
রয়না

পথ যে এখানে শুধু পথ গো
নেই কোন সবুজেরো সান্ত্বনা
আমার থামতে নেই হতে নেই একবারো
কোনো কিছু ভ্রান্তিতে আনমনা
নিজের জীবন থেকে
নিজরই তো ছুটি নেওয়া হয় না

(২)

ওই নীল আকাশের কোলে
পাখীরা যেমন হারিয়ে যায়
অমন করে যদি হারিয়ে যেতে পারতাম

থাকনা যা আছে থাকনা
পাইনি যা সে চাওয়ার থাকনা
যদি হঠাৎ হাওয়ার মত বন্ধুর কাছে আমি
দু'হাত বাড়িয়ে দিতে পারতাম
একটু স্বপ্ন এলে চোখের কোনে
সারাটা হৃদয় তাকে
ছড়িয়ে দিতে পারতাম

লজ্জা কতো যে লজ্জা
এই ছলনার অভিসার সজ্জা
অসহায় কান্নার একটু ব্যাথাও যদি
নীরবে জানিয়ে দিতে পারতাম

(৩)

বন্দেগী জাঁহাপনা বাঁদী হাজির
হারেমে এসেছে আজ বাদশা
সুভানাল্লা সুভানাল্লা সুভানাল্লা
নাও কুনিশ নাও দাও বখশিস দাও
রোশনিতে ভেসে যাক রাতের মহল্লা
এই আসমানী চোখে নীল সুর্মা একে
কত রাত যে কেটেছে শুধু তাকিয়ে থেকে
ডাকো কাছে ডাকো
দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো
এই নয়নের ইসারায় খুসীর কী জেল্লা
আহা তামাম দুনিয়ায় যাকে সারাব বলে
তাই মিলবে আমার এই দিল মহলে
ধরো হাতে ধরো
করো পান করো
জম জমাট হয়ে যাক, নাচ গানে হাল্লা

(৪)

ছুটতে ছুটতে খেলার মাঠে
নতুন রাস্তা ঘাট
খেলবো আবার সারাদিন
পেরিয়ে চৌকাঠ
রোদে ঝলমল দিন উজ্জ্বল
সয্যি মামা হাসছে ঐ
বসরে আবার চাঁদের হাট
লাট্টু টাট্টু পক্ষীরাজ দারুণ ফাঁকিবাজ
টগবগাবগ ছুটে চল নতুন সাজে সাজি
ভাবতে ভাবতে চোখ ছল ছল
দুচোখ ভরা জল
এমন সোনার দিদিভাই কার আছে বল

—অভিনয়ে—

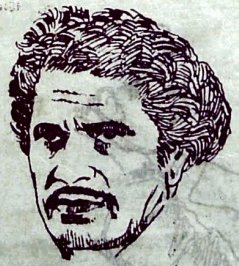

অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত,
বশন্ত চৌধুরী, অনুপ কুমার, ভানু বন্দোপাধ্যায়,
কাজল গুপ্ত।

তৎসহ

শেখর চ্যাটার্জী, অজয় বন্দোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার দিলীপ রায়, অশোক মিত্র, ঝুমা মুখোপাধ্যায়, যুথিকা চক্রবর্তী, বুলা দত্ত. মিস্ চন্দ্রকলা, দিলীপ বসু, শম্ভু ভট্টাচার্য, নিমাই বসু, দীপক গুহ, দীপক গঙ্গোপাধ্যায়, পরিতোষ চৌধুরী, অমিয় দাস, সুশান্ত বন্দোপাধ্যায়, বিরাজ দত্ত, সমর ঘোষ, জগন্নাথ গুহ, তাপস ঘোষ, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, প্রণব সিংহরায়, মিহির পাল, সুভাষ ভট্টাচার্য, প্রশান্ত ঘোষ, রতন বোস, চাঁদু মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল ঘোষ, লক্ষ্মণ, গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অনুপকান্তি কর্মকার, তপন চট্টোপাধ্যায়, জ্যাম বরুয়া, তাপস দত্ত, মন মুখোপাধ্যায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়. মাঃ শৈবাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

—নেপথ্য কণ্ঠসংগীত—

রাণু মুখোপাধ্যায়
ও
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

ওঙ্কারনাথ আগরওয়াল (কালিম্পং) মহেন্দ্র গুপ্ত, ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট, নিশিথনাথ সিনহা, ক্যালকাটা এস্ পি. এম, নেশীন্স্ প্রাঃ লিঃ, সনোরিনা, এন; সি. দাঁ, দি সিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা, মিঃ টিটো, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্, রিজ কন্টিনেন্টাল, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল, বেঙ্গল ক্লাব (কালিম্পং) এ্যাপোলো টেইলাস কালিম্পং), পরান চন্দ্র পাল (কালিম্পং) বেহালা পি, এস্।

মোক্ষদা ফিল্মস্-এর পরবর্তী আকর্ষণ

সন্ধানী পিকচার্স প্রাঃ লিঃ-এর—

এই ছিল মনে

কাহিনী :—৺সুধীর সরকার (মোড়ল) আকাশ বাণী

পরিচালনা ও সঙ্গীত : সুবীর সরকার

শ্রেঃ শমিত ভঞ্জ, যুঁই ব্যানার্জী, অনুপকুমার, রবি ঘোষ,
চিন্ময় রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও পদ্মা দেবী

• • •

তপন সিংহ পরিচালিত

জরাসন্ধের **লৌহ কপাট**

সংগীত : পঙ্কজ মল্লিক

মোক্ষদা ফিল্মসের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে
শৈলেশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
Printed at A. R. Publicity. 172, Lelin Sarani, Calcutta-13